দৈনিক বাংলা

তারিখ 5 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ কবে হচ্ছে

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। কথা হচ্ছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে। সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ হয় স্বাধীনতার পর পরই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সীমিত ক্ষেত্রে চালু হয়েছে ১৯৯২ সালের জানুয়ারী থেকে। সর্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী দীর্ঘদিনের। লক্ষ্য হচ্ছে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্যশিক্ষা।

সম্প্রতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় বাধ্যতামূলকভাবে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা খুব সহজ কথা নয়। কারণ অনেক পরিবারে শিশুরাও আয়ের অবলম্বন। এছাড়া আছে ঐতিহ্যগত অনভ্যাস। তাই ভেবে-চিন্তে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে ভিন্ন পথ অবলম্বনের কথা বলেছেন। বলেছেন– কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মত কর্মসূচী গ্রহণের জন্য এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট বা পরিষ্কার করে কোনকিছু এখনও জানা যায়নি।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা এখনও শেষ হয়নি। দীর্ঘদিন পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন রূপরেখা এখনও প্রণীত হয়নি। প্রথম দিকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন। এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এখন সরকারী চাকুরে। বেতন ভাতার দিক থেকে মোটামুটি তারা ভালই আছেন। প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি এখন লোভনীয়।

কিন্তু এ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত হবে? কত শিক্ষক থাকবে বা এ বিদ্যালয়ের তদারকি কে করবে সে নিয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয়নি। দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৫৫টি। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮ হাজার ২৬২টি। এর মধ্যে নিবন্ধিকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬ হাজার ৪২৬টি।

এই হিসাব গত বছরের অর্থনৈতিক জরিপের। সংশ্লিষ্ট মহলের খবর হচ্ছে এর পরেও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন বন্ধ বলে এই বিদ্যালয়গুলি একান্তভাবে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

তা'হলে এই বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ কি? কত দিনেও বা এই বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী উদ্যোগে চালু রাখ যাবে। তবে এ কথা সত্য যে এই বিদ্যালয়গুলি চলছে এবং চালু রাখা হচ্ছে। এবং এই চলা ও চালু রাখার পিছনে একটি অর্থপূর্ণ রহস্য আছে। এই রহস্য দেশের শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অনুকূল কিনা সে প্রশ্ন মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।

রহস্যটি নিম্নরূপ : সরকারী বিধান অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে স্থানীয় লোকদের উদ্যোগ নিতে হয়। জমি দিতে হয়। ঘর তুলে দিতে হয়। আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। এককালে সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। আজকাল গ্রামে সে ধরনের লোকের একান্তই অভাব। এখন উদ্যোগ নিচ্ছে বেকার যুবকেরা। তারা জমি বিক্রি করে, ধারকর্জ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করছে। পয়সা খরচ করে রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছে। বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য সকল মহলে দেন-দরবার করছে। তাদের একান্তই আশা যে বিদ্যালয়টি সরকার গ্রহণ করলে তারাই শিক্ষক নিযুক্ত করবেন। এবং দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়ায়ই শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। একটি বিদ্যালয় স্থাপনে এদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু উদ্যোগী বেকার যুবক মাত্রই শিক্ষকতার যোগ্যতা রাখে এ দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবে না। অথচ এভাবে প্রাথমিকভাবে শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছে বেসরকারী বিদ্যালয়ে।

এই শিক্ষক নিয়োগই প্রাথমিক শিক্ষায় এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দর–কষাকষি চলে। থানা থেকে জেলা স্তরে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক কর্মকর্তা এই সুযোগে গাড়ি বাড়ির মালিক হয়েছে। আর এই শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রকাশ্যে বিকিকিনির হাট বসিয়েছিলেন এরশাদ সাহেব। সেকালের উপজেলা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষক নিয়োগের। সেই টাকার ছড়াছড়ি এবং বিকিকিনির কাহিনী এখনও গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। সেবার যারা শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা এখনও লজ্জায় মলিন হন মাঝে মাঝে। সেবার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে শেষের দিকে এরশাদ সাহেব শিক্ষক নিযুক্তির পদ্ধতি পাল্টে দিয়েছিলেন। মৌখিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর পাট তুলে দিয়েছিলেন। শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল কম্পিউটারের মাধ্যমে। সেবার অন্তত শিক্ষক নিযুক্তি সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ কেউ করেননি। গ্রাম–গ্রামান্তরের অনেক প্রার্থী অপ্রত্যাশিতভাবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন।

সঙ্গত সেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবার কথা ছিল ২৪ জুন ৯২ মাত্র সাত দিনের নোটিশে। সে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ ফেব্রুয়ারী। সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছে অতীতের মত কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এতেও অনেকে আপত্তি করেন। তারা বলেন, কম্পিউটারও ত মানুষে চালায়। তাই পক্ষপাতিত্ব হবেই।

শুনেছি এই মহলটি কম্পিউটারের মাধ্যমে না হয়ে ইন্টারভিউর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ নিয়ে নাকি কথাবার্তাও হচ্ছে। এবং এ কারণেই শিক্ষক নিয়োগ বিলম্ব হচ্ছে।

তবে আমি মনে করি, কম্পিউটার'ই ভাল। সাক্ষৎকার নিয়ে শিক্ষক নিযুক্তির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত, স্বজনপ্রীতি রজত মুদ্রায় দেনদরবার শিক্ষার পরিবেশকে ক্লেদাক্ত করে। শিক্ষককে একটি বিবেকহীন প্রাণীতে পরিণত করে। শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে জীবনের প্রতিটি স্তরে। অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কাঙ্খিত নয়।

শিক্ষা বিভাগে যারা আছেন তারা অতীত ইতিহাস ভালভাবেই জানেন। জানেন যে কোন পটভূমিতে শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার পর্ব তুলে দেয়া হয়েছিল।

যতদূর জানি, দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আছে। হাজার হাজার প্রার্থী পরীক্ষা দিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। তাদের প্রতীক্ষা শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালের জুন মাস থেকে। দু'বছর এদের জীবনে কম সময় নয়। এর পর তাদের সরকারী চাকরির বয়সও থাকবে না। তাই আশা করব, শুধু প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নয়, এই বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা নিয়ে সাংবাৎসরিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়।

আর সর্বশেষ কথা হচ্ছে—প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষা চালু হলে পক্ষপাতিত্ব হবেই। এ ব্যাপারে আমার নিজের প্রশ্নেও আমি সন্দিহান। ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকলে আমি পক্ষপাতিত্ব করব না এ'কথা হলফ করে বলতে পারি না।

— নির্মল সেন